মাতৃভাষা দিবসে মেহেরপুরে বিএনপির শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির শোভাযাত্রা ও শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে।

আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, শফিকুল ইসলামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

কর্মসূচিতে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, মহিলাদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষকদল, মৎস্যজীবী দল ও তাঁতীদলের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের দাফন সম্পূর্ণ

মুজিবনগরে হাজারো মানুষের ভালোবাসা ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৪ বারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ্ব জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের দাফন সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয়েছে।

শনিবার দুপুরে আলহাজ্ব জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের মৃতদেহ আনন্দবাস বিশ্বাসপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হয়। এর আগে বিশ্বাসপাড়া ফুটবল

খেলার মাঠে মৃতদেহের জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

হাজারো মানুষের অংশগ্রহণে জানাজার নামাজের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মিরা দাড়িয়ে শোক শ্রদ্ধা জানান।

এ সময় তার বিগত সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ড, তার ভালো কাজের কৃতঙ্গতা প্রকাশ করে বিভিন্ন কথা উপস্থিত জনগনের সামনে তুলে ধরেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজউদ্দীন খান এবং মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

এ সময় তিনার রাজনৈতিক জীবনের সকল ভূলত্রুটির জন্য সকলের কাছে ক্ষমা পার্থনা করেন।

উক্ত জানাজায় অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান, সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন সহ জেলা বিএনপি ও উপজেলা বিএনপি এর নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, এছাড়াও জেলা উপজেলার বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ হাজার হাজার জনগণ উক্ত জানা যায় অংশগ্রহণ করেন।

এর আগে খেলার মাঠেই রাষ্ট্রীয়ভাবে তার লাশের গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে তাকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং সালাম প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, গতকাল শুক্রবার রাত এগারোটার দিকে ঢাকা স্কয়ার হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক সন্তান সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মুজিবনগরের সাবেক উপজেলা

চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস আর নেই

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান, তিনবারের ইউপি চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন) ।

গতকাল শুক্রবার রাত ১১টা ১০ মিনিটে তিনি রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

মরহুমের জানাযার সময় ও স্থান পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

মেহেরপুরে বিএনপি প্রার্থীদের পরাজয়ের নেপথ্যে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ আসনের ফলাফল শুধু রাজনৈতিক পালাবদল নয়, এটি একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত। দীর্ঘদিনের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইয়ের মাঠে এবার জিতেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী; ভরাডুবি হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির।

মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধান বলছে, ভোটাররা কেবল প্রার্থী নয়; আচরণ, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির ওপর রায় দিয়েছেন।

২০০১ সালে বিএনপির প্রার্থী মাসুদ অরুণ প্রায় ১ লাখ ২ হাজার ভোট পেয়ে জয়ী হন। ২০০৮ সালে একই অঞ্চলে জামায়াত প্রার্থী পান মাত্র ৩৪ হাজার ভোট। কিন্তু এবার জামায়াত প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান পেয়েছেন ১ লাখ ২১ হাজার ৪৬১ ভোট, বিএনপি প্রার্থী পেয়েছেন ১ লাখ ৪ হাজার ৭৮৭ ভোট। প্রশ্ন উঠছে, এই বিপুল ভোট এলো কোথায় থেকে?

স্থানীয় বিশ্লেষকদের মতে, এটি কেবল দলীয় ভোট স্থানান্তর নয়; বরং ‘নতুন ভোটার সক্রিয়তা’, বিশেষ করে নারী ভোটারদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং নীরব ভোটারের প্রত্যাবর্তন এবং বিএনপির প্রান্তিক পর্যায়ের নেতা-সমর্থকদের অতি বাড়াবাড়ি ছাড়াও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দলের প্রার্থীকে পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সংগঠনিক দূর্বলতা, দলীয় অন্তর্কলহ, ৫ আগস্ট পরবর্তী জেলা-উপজেলা, ইউনিয়ন ও পাড়া-মহল্লার নেতাকর্মীদের অবাধ্য আচরণ। হাট-বাজার, খাল-বিল দখল, মামলার ভয় দেখিয়ে আর্থিক সুবিধা ভোগ মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। এসবের জবাব দিয়েছে ভোটাররা ব্যালটের মাধ্যমে। আগস্ট ২০২৪ পরবর্তী মেহেরপুরে বিএনপির নতুন কমিটিতে সাবেক এমপি মাসুদ অরুণসহ গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন না করায় দলে বিরোধ শুরু হয়। নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান পক্ষ ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ পক্ষ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে একে অপরের বিরোধীতা করে সভা সমাবেশে বক্তব্য রাখে। একপর্যায়ে মাসুদ অরুণ দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর কামরুল পক্ষ বিরোধী শিবিরেই রয়ে যায়। যা নির্বাচনে পরাজয়েরও একটি কারণ। তৌফিকুল

ইসলাম নামের একজনের ফেসবুক আইডি থেকে একটি ৪১ সেকেন্ডের কল রেকর্ড ভাইরাল হয়েছে। তাতে শোনা যায় কামরুল ইসলাম দাড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

একাধিক ব্যবসায়ী, ইজারাদার ও গ্রামবাসীর অভিযোগ- ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বিএনপির কিছু তৃণমূল নেতা হাট-বাজার, খাল-বিল ও স্থানীয় সম্পদ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় মামলাভীতি, সামাজিক চাপে অর্থনৈতিক সুবিধা নেওয়া এবং বিরোধী মতের লোকজনকে ‘১২ ফেব্রুয়ারির পর দেখে নেওয়া’ এমন কথাবার্তা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও জেলা বিএনপি নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে এসব অভিযোগ নাকচ করেছে, তবুও তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণহীনতা স্পষ্ট ছিল বলে স্বীকার করেছেন দলটিরই কয়েকজন সাবেক দায়িত্বশীল নেতা।

একজন ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা বলেন, দল তখন সংগঠন গোছানোর চেয়ে প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত ছিল, এটাই ভুল।

এদিকে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্য শোডাউনের বদলে ওয়ার্ডভিত্তিক সংগঠন পুনর্গঠন করে। স্থানীয় মসজিদকেন্দ্রিক যোগাযোগ, অসুস্থ-অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো, চিকিৎসা-সহায়তা, শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ, এসবের মাধ্যমে তারা সামাজিক আস্থা তৈরি করে।

একজন স্কুল শিক্ষক বলেন, তারা বড় মিছিল করেনি, কিন্তু ঘরে ঘরে গেছে। মানুষ সেটা মনে রেখেছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিএনপি যখন ‘ক্ষমতার পরবর্তী প্রভাব’ নিয়ে ব্যস্ত, জামায়াত তখন ‘নির্বাচনের প্রস্তুতি’ নিয়েছে। এবারের নির্বাচনে চোখে পড়েছে নারীদের দীর্ঘ লাইন। বিশেষ করে যেসব পরিবার অতীতে রাজনৈতিক ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যেত না, সেইসব নারীরা এবার প্রকাশ্যে ভোট দিয়েছেন। কয়েকটি কেন্দ্রে বিএনপি-বিরোধী পুরুষ কর্মীদের অনুপস্থিতি থাকলেও নারীদের উপস্থিতি ছিল দৃশ্যমান।

বিশ্লেষকদের মতে, নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতি- এই দুই প্রশ্ন নারী ভোটারদের সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা রেখেছে। এটিকেই অনেকে বলছেন ‘ভোট বিপ্লব’-এর নীরব চালিকাশক্তি। বিভিন্ন কেন্দ্রে দেখা গেছে, বিএনপি বিরোধী পরিচিত পুরুষ নেতাদের উপস্থিতি কম।

স্থানীয়দের ধারণা, ভীতি এড়াতে তারা প্রকাশ্যে আসেননি। তবে তাদের পরিবারের সদস্যরা ভোট দিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, ভোটাররা প্রকাশ্য অবস্থানের বদলে গোপন ব্যালটে মত প্রকাশে স্বস্তি পেয়েছেন। কিছু গ্রামে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, বাড়ি থেকে গবাদিপশু নিয়ে যাওয়া, সম্পদ দখলের অভিযোগ, এসব ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। অনেকেই প্রকাশ্যে কথা বলতে চাননি; তবে অফ দ্য রেকর্ড স্বীকার করেছেন, ভোট দিয়েছি ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ভেবে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলেন, যখন ভোটার মনে করেন ফলাফলের পর তার সামাজিক নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে পারে, তখন তিনি ‘সবচেয়ে কম ঝুঁকির’ বিকল্পকে বেছে নেন। বিএনপির জেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রান্তিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, এমন অভিযোগ দলটির ভেতরেও আছে। অন্তর্কলহ, কমিটি বাণিজ্যের অভিযোগ, ত্যাগী কর্মীদের অবমূল্যায়ন, এসব দীর্ঘদিনের ক্ষোভ নির্বাচনে বিস্ফোরিত হয়েছে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

অন্যদিকে মেহেরপুর-২ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মো. নাজমুল হুদা ৯৬ হাজার ৩০৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এই আসনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মো. আমজাদ হোসেন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮৫ হাজার ৯৮৮ ভোট।

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি জাভেদ মাসুদ

মিল্টনের একটি নিজস্ব ভোটব্যাংক আছে। তাকে দলীয় মনোনয়ন না দেওয়াতে তিনিসহ তার সমর্থকদের দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সেভাবে মাঠে নামতে দেখা যায়নি। ফলে তার সমর্থকরা প্রকাশ্য শ্লোগান নয়, আচরণের হিসাব কষেছেন। ক্ষমতার সময়ের ব্যবহার, তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক, এবং নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তার আশ্বাস এই তিন উপাদান নির্ধারণ করেছে গাংনীর ভোটের ফলাফল।

বিএনপির জন্য এটি আত্মসমালোচনার সময়; জামায়াতের জন্য এটি আস্থা ধরে রাখার পরীক্ষা। মেহেরপুরে এবার ভোট ছিল নীরব, কিন্তু রায় ছিল উচ্চকণ্ঠ।

মেহেরপুরে বিএনপি নেতা অ্যাড. কামরুল হাসানের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নিজ উদ্যোগে গতকাল বৃহস্পতিবার রায়পুর গ্রামে এক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, যিনি তার বক্তব্যে দেশ, জাতি ও দলের কল্যাণ কামনায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। এ সময় তিনি আগত নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক জয়েন্ট সেক্রেটারি রাকিবুল ইসলাম রিপন, রায়পুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাবিবুর রহমান টুকু, এবং আমদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস বিশ্বাস।

ইফতার মাহফিল শেষে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং দলের অগ্রগতি কামনায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয়

নেতাকর্মী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে এখনই শপথ নেবে না বিএনপি

সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে এখনই শপথ গ্রহণ করবেন না বিএনপির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। দলের পক্ষ থেকে এমনটা জানিয়েছেন কক্সবাজার-১ আসনে বিএনপির নির্বাচিত সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় সংসদ ভবনে শপথ শুরুর আগে তিনি এমনটা জানান।

দুটি ফরম হাতে নিয়ে তিনি বলেন, আমরা কেউ সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইনি এবং সংবিধানে এখনো এটা ধারণ করা হয়নি। গণভোটের রায় অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হলে সেটা সংবিধানে আগে ধারণ করতে হবে। এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্যকে কে শপথ নেওয়াবেন সেটার বিধান করতে হবে।

এমন ফরম সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে আসবে। সেগুলো সাংবিধানিকভাবে সংসদে গৃহীত হওয়ার পরে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্যদের শপথ নেওয়ার বিধান করা যাবে। আমরা সংবিধান মেনে এ পর্যন্ত চলেছি। আশা করি সামনের দিনেও চলবো।

তিনি আরও বলেন, আমি মাননীয় চেয়ারম্যানের নির্দেশে ওনার উপস্থিতিতে আমাদের দলীয় সিদ্ধান্ত জানালাম।

পরবর্তীতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন সবাইকে শপথবাক্য পাঠ করান।

সূত্রঃ যমুনা টিভি

ঝিনাইদহে ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদকসহ চার নেতা বহিস্কার

দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ঝিনাইদহে ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদকসহ চার নেতাকে দলীয় পদ এবং প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সদর উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক আনোয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ বহিস্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বহিস্কৃতরা হলেন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১২ নং দোগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, কালীচরণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান মন্টু,একই ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ওলিয়ার রহমান মাস্টার, সাধুহাটি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আতিয়ার বিশ্বাস।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সংগঠনবিরোধী কার্যকলাপের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এই চার নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলের সকল পদ থেকে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামাল আজাদ পান্নু এবং সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন আলমের নির্দেশে বহিস্কার করা হয়েছে ।

এ ব্যাপারে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামাল আজাদ পান্নু জানান, দলীয় নেতৃত্ব না মেনে দলের বিরুদ্ধে গিয়ে বহিস্কৃতরা জামায়াত প্রার্থীর পক্ষে ভোট করেছেন।

ঝিনাইদহে গভীর রাতে আওয়ামী লীগের অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে গভীর রাতে মহেশপুর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত দুইটার দিকে উপজেলার মহেশপুর পৌরসভার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এতে কার্যালয়ের আসবাবপত্রসহ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় নেতা কর্মীরা।

স্থানীয়রা জানিয়েছে সোমবার রাত দুইটার দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত কার্যালয়ে হামলা চালায়। তারা প্রথমে ভাঙচুর করে এবং পরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। আগুনের শিখা দেখতে পেয়ে আশপাশের লোকজন দ্রুত ছুটে এসে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আমাজেদ সরদার বলেন, প্রতিদিনের মতো রাতে অফিসের কাজ শেষ করে তারা বাড়ি ফিরে যান। রাত দুইটার দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে এসে দেখেন অফিসের ভেতরের চেয়ার-টেবিল, ব্যানার-ফেস্টুনসহ বিভিন্ন কাগজপত্র পুড়ে গেছে।

তিনি বলেন, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ধানের শীষের পক্ষ নেওয়ার কারণেই এ ঘটনা ঘটতে পারে। এটি শুধু আওয়ামী লীগের অফিস নয়, দলমত নির্বিশেষে অনেকেই এখানে এসে বসতেন। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’

খবর পেয়ে মহেশপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ঘটনার পরপরই পুলিশ সেখানে যায়। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তবে এ ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা হয়নি।

এলাকাবাসী জানান, গত ২০২ শের ৫ আগস্টের পর থেকে এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোনো দলীয় উত্তেজনা বা সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। হঠাৎ

এ ধরনের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তারা দ্রুত দোষীদের শনাক্ত ও শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান।

মেহেরপুরে জামানত হারিয়েছেন ৩ প্রার্থী

মেহেরপুরের দুটি আসনের জাতীয় পার্টির ২ জন ও সিপিবির এক প্রার্থীসহ ৩ জন জামানত হারিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনের বিধান অনুযায়ী, ‘কোনো সংসদীয় আসনে সংগৃহীত বৈধ ভোটের আট ভাগের এক ভাগ বা কমপক্ষে সাড়ে ১২ শতাংশ ভোট অর্জন করতে না পারলে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। সে অনুযায়ী প্রাপ্ত ফলাফলে এসব প্রার্থী নির্ধারিত সীমার নিচে ভোট পাওয়ায় তাদের জামানত হারিয়েছেন।’

মেহেরপুর-১ আসনে মোট বৈধ ভোট পড়েছে ২ লাখ ২৮ হাজার ৪১৯টি। এ আসনের জাতীয় পার্টির প্রাথী আব্দুল হামিদ ও সিপিবি প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমান জামানত হারিয়েছেন। আব্দুল হামিদ লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন ১ হাজার ৩৯০ ভোট এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমান কাস্তে প্রতীকে পেয়েছেন ৭৮১ ভোট। যা বৈধ ভোটের সাড়ে ১২ শতাংশের কম।

মেহেরপুর-২ আসনে মোট বৈধ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৮৪ হাজার ১১৯টি। এ আসেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকি জামানত হারিয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ১৮২৫। যা মোট বৈধ ভোটের সাড়ে ১২ শতাংশের কম।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে প্রত্যেক প্রার্থীকে ৫০ হাজার টাকা করে জামানত জমা দিতে হয়। কোনো প্রার্থী মোট ভোটের আট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সাড়ে ১২ শতাংশ ভোট না পেলে সেই জামানত রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হয়।

দামুড়হুদায় নির্বাচন পরবর্তী উত্তেজনা, কয়েকটি গ্রামে ভাঙচুর হুমকি

গত বৃহস্পতিবার সারা দেশে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নসহ কয়েকটি গ্রামে উত্তেজনা ও সহিংসতার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীর বিজয়ের পর কিছু উচ্ছৃঙ্খল কর্মী-সমর্থক বিজয় মিছিলের আড়ালে বিভিন্ন স্থানে তাণ্ডব চালায়।

অভিযোগ অনুযায়ী, জামায়াতের লোকজন ডুগডুগি, তারিনিপুর, ছোট দুধপাতিলা ও বড় দুধপাতিলা গ্রামসহ কয়েকটি পাড়া-মহল্লায় গালাগালি, হুমকি-ধামকি ও ছোট খাটো ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। বড় দুধপাতিলায় একটি পানের বরজে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

তারিনিপুর গ্রামের স্থানীয়রা বলেন, মিরাজুল ইসলাম এর ছেলে মমিনুল হক, ঠান্ডুর ছেলে স্বপন, তোয়াক্কেল এর ছেলে হাফিজুল ইসলাম, লতিফ এর ছেলে রিয়ন ও ফজলুর ছেলে আশরাফুল সহ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা ৫০-১০০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী। তারা বলেন, হাউলী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড তারিনিপুর গ্রামে একটি বিএনপির দলীয় অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছে।

কিছু স্থানীয় ব্যক্তি দাবি করেন, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কিছু সদস্যরা এখন নব্য জামায়াত, তাদের পুরোনো কর্মীদের সমন্বয়ে জামায়াতের ইঙ্গিতে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে।

এদিকে ছোট দুধপাতিলা গ্রামের স্থানীয় মহিলারা জানান, বিজয় মিছিলের নামে জামায়াতের কর্মী সমর্থকরা খুবই নেক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা আমাদের হুমকি-ধামকি দিয়েছে ঘরবাড়ি ভাঙচুর করতে গিয়েছে বাড়ির মহিলাদের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছে গালাগালি করেছে। ঘরের ইট খুলে নিয়ে যেতে চেয়েছে।

একজন বৃদ্ধ নারী বলেন, জামায়াতের লোকজন এমন করবে আমার জানাছিলোনা, এই পাড়ার পুরুষ মানুষ কোথায় ভোট দিয়েছে জানিনা, তবে আমি এটা জানি মহিলারা সব দাঁড়ি পাল্লায় ভোট দিয়েছে, বাড়ির মহিলাদের ভোটে জিতে আবার আমাদের ঘরবাড়িই ভাংতে এসেছে। এটা আমরা কখনো মেনে নেবোনা। ভোটকি প্রকাশ্যে দেওয়ার জিনিস, এটা গোপনে হয়। এরপরেও এমন করলে নতুন এমপি রুহুল আমীন এর কাছে অভিযোগ করবো, যে আমাদের শান্তি নষ্ট করছে।

এদিকে ডুগডুগি বাজারে ‘আরিফ মেডিকেল’ নামের একটি ওষুধের দোকান বন্ধ থাকায় দোকানের শাটারে জোরে জোরে আঘাত করলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এসময় নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। অনেক পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় রাত কাটিয়েছেন বলেও জানা যায়। একাধিক এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ধর্মীয় আদর্শের কথা বলা কোনো দলের কর্মীদের কাছ থেকে এমন আচরণ আমরা প্রত্যাশা করি না।

তবে এ ঘটনায় জামায়াতের কর্মী-সমর্থকরাও পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন। তাদের দাবি, বিএনপির লোকজন ইচ্ছাকৃতভাবে পায়ে পা লাগিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। কোনো দলীয় অফিস ভাঙচুর করা হয়নি। বরং মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাদের সমর্থকদের ওপর হামলা ও মারধর করা হয়েছে। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের মতামত পাওয়া জায়নি।

সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে টহল জোরদার করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এলাকায় অধিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি দেখা গেছে।